ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান তামিমী

তাওহীদ ও আক্বীদা

অনুবাদ

মাওলানা শহীদুল্লাহ ক্বাসেমী

ঢাকা ট্রাস্ট

প্রশ্নোত্তরে

তাওহীদ ও আক্বীদা

[আল্লাহর একত্ববাদ ও দ্বীনের জরুরী বিশ্বাস]

মূল

ইমাম মোহাম্মদ বিন সোলাইমান আত্ তামীমী

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কাসেমী

আরবী লিসান্স ও ইসলামী স্টাডিজ দারুল মা'আরিফ-চট্টগ্রাম।

সম্পাদনা

মাওলানা মুজিবুর রহমান

খতীব, সবুজীমহল জামে' মসজিদ, ঢাকা

ঢাকা ট্রাষ্ট

প্রকাশকের আরজ

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের যিনি আমাদের তাঁর পরিচয় দিয়ে ধন্য করেছেন, দরুদ ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার পরিচয়ের সুযোগ লাভ হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এভাবে বলেছেন।

"আমি মানুষ এবং জ্বিনকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য তৈরী করেছি।"

এখন মানুষ তার মাওলার পরিচয় ও তার দ্বীনের ও তার রাসূলের সঠিক পরিচয় পাওয়া ব্যতিত তাঁর পূর্ণাঙ্গ হুকুম আহকাম মানতে পারে না। কেননা কোন পথ যদি কেহ না চিনে তবে সে পথে তার চলা সম্ভব হয় না। যদি সে নিজের ইচ্ছামত চলতে থাকে তবে সে গন্তব্যে পৌছার পরিবর্তে অন্য পথে চলে নিজের গন্তব্য থেকে দূরে চলে যাবে। যে কারণে প্রতিটি মুসলমানকে দ্বীন জানার প্রতি মনোনিবেশ করা অতি জরুরী বিষয়। এতো দ্বীনের সকল বিষয়াদির (আহকামাত) ব্যাপারে, কিন্তু আক্বীদার বিষয় আরও বেশি গুরুত্বের দাবীদার।

কেননা আক্বীদা হচ্ছে কাজের ভিত্তি বা মূল, যে কারণে মনগড়া কোন কাজ করলে তাহা ভিত্তিহীন, আর ভিত্তিহীন কাজের কোন মূল্য নেই।

অথচ প্রতিটি মুসলমানের কোরআন ও হাদীসের গভীর থেকে আক্বীদার অমূল্য ভাণ্ডার খুঁজে আনা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ, আর এ কঠিন কাজটি আরব বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন **ইমাম মোহাম্মদ বিন সোলাইমান আত তামীমী** অত্যন্ত সহজ করে প্রশ্নোত্তরে সাজিয়েছেন সাধারণ মানুষের জন্য, কিন্তু আমরা মনে করছি এগুলো সকল ইসলাম প্রিয় মানুষ ছাত্র এমন কি ধারাবাহিক শিক্ষাদান ও পাঠদানের প্রয়োজনে ওলামাদেরও ইহা অতি সহায়ক। আর এর পয়োজনীয়তা অনুভব করে–

তরুণ আলেম মাওলানা শহীদুল্লাহ কাসেমী এর অনুবাদ করে দিয়ে জাতিকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করছেন , আল্লাহ তার খেদমত কবুল করুন ও আরো বেশি খেদমতের তাওফীক দিন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে সহীহ আক্বীদা অনুযায়ী চলার তাওফীক দিন। আমীন।

মো ঃ শরাফত আলী (কোহেল)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রশ্ন ঃ ১. ঐ তিনটি বিষয় কি যা জানা প্রতিটি মানুষের জন্য ওয়াজিব?

উত্তর ঃ বান্দা তার (১) পালনকর্তা (২) দ্বীন ও (৩) নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিচয় লাভ করা।

প্রশ্ন ঃ ২. তোমার রব (পালনকর্তা) কে?

উত্তর ঃ আমার রব মহান আল্লাহ্ পাক যিনি আমাকে এবং সকল সৃষ্টি জগতকে প্রতিপালন করেন, তিনি আমার মা'বুদ। তাকে ছাড়া আমার কোন মা'বুদ নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থ ঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। আল্লাহ তাআলা ছাড়া সবই তাঁর সৃষ্টি, তাই আমিও তাদের একজন।

প্রশ্ন ঃ ৩. রব কাকে বলে?

উত্তর ঃ রব বলা হয় যিনি মালিক, মা'বুদ সবকিছুর পরিচালক, ইবাদত পাওয়ার হকদার একমাত্র তিনিই।

প্রশ্ন ঃ ৪. কিভাবে তোমার রবকে চিনবে?

উত্তর ঃ রবের নিদর্শন যেমন রাত, দিন, চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি অবলোকন করে। এবং সৃষ্টিজগত যেমন ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করে আমরা তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি।

আল্লাহ্ তাআ'লা কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেন।

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَاتَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

অর্থ ঃ তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র, তোমরা সূর্যকে সেজদা করোনা চন্দ্রকেও না, আল্লাহকে সেজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।

(সূরা হা-মীম সেজদা আঃ ৩৭ পৃঃ ৪৮১)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশ অনুযায়ী। শুনে রেখ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা তারই কাজ। আল্লাহ বরকতময় তিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। *(সূরা আল-আ'রাফ, আঃ, ৫৪, পৃঃ ১৫৮)*

প্রশ্ন ঃ ৫. তোমার ধর্ম কি?

উত্তর ঃ আমার ধর্ম ইসলাম, 'ইসলাম' অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।

(সূরা আল-ইমরান, আঃ ১৯, পৃঃ ৫৩)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ ঃ যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হবে।

(সূরা আল-ইমরান, আঃ ৮৫ পৃঃ ৬২)

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থ ঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। *(সূরা আল-মায়েদা, আয়াত; ৩, পৃঃ ১০৮)*

প্রশ্ন ঃ ৬. ইসলামের বুনিয়াদ কয়টি?

উত্তর ঃ ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি (ক) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। (খ) নামায কায়েম করা। (গ) যাকাত আদায় করা। (ঘ) রমজান মাসে রোযা রাখা। (ঙ) সামর্থবান ব্যক্তি হজ্ব করা।

প্রশ্ন ঃ ৭. ঈমান কাকে বলে?

উত্তর ঃ আল্লাহর প্রতি, ফেরেস্তাকুল, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসূলগণও ভালমন্দ তকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে।

আল্লাহ তা'আলা কোরআনে কারীমে বলেন–

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ

অর্থ ঃ রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানগণও প্রত্যেকে বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং পয়গাম্বরগণের প্রতি। *(সূরা আল-বাক্বারাহ আয়াত ঃ ২৮৫ পৃঃ ৫০)*

প্রশ্ন ঃ ৮. ইসলামী পরিভাষায় এহসান বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদত করা যেন তুমি তাকে স্বচক্ষে দেখতেছ, যদি এস্তরে পৌছতে না পার তবে অন্তত পক্ষে ইবাদতে এমন মনোভাব সৃষ্টি করা যে, আল্লাহ পাক স্বয়ং তোমাকে দেখছেন।

প্রশ্ন ঃ ৯. হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বংশ পরম্পরা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মুহাম্মদ (সাঃ) বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মোত্তালিব বিন হাশিম, হাশিম কুরাইশ গোত্রের ও কুরাইশ কেনান গোত্রের শাখা এবং কেনান গোত্র আরবের অধিবাসী, আরব অধিবাসীরা ইসমাইল বিন ইবরাহীম (আঃ) এর সন্তানাদি, এবং ইবরাহীম (আঃ) হযরত নূহ (আঃ) এর উত্তর পুরুষদের একজন।

প্রশ্ন ঃ ১০. কিসের মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালত দেয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ "اِقْرَاْ" এর মাধ্যমে নবুওয়াত এবং "المدثر" এর মাধ্যমে রিসালত দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ১১. মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মো'জেযাসমূহ বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর অসংখ্য মো'জেযার মধ্যে কোরআন একটি গতিশীল ও কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী মো'জেযা যা সমগ্র মানবজাতি পূর্ণ রচনা শৈলী জানা সত্ত্বেও তীব্র প্রতিভাবান ও সাহিত্যানুরাগী এবং বিজাতিদের ইসলামের বিরুদ্ধে আমরণ শত্রুতা থাকার পরেও কেউ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ব্যর্থ দুঃসাহসিকতা দেখায়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

অর্থ ঃ এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি তাহলে এরমত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। *(সূরা আল-বাক্বারা, আঃ পৃঃ ৫৩)*

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

অর্থ ঃ বলুন ঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনতে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনোও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। *(সূরা বনী ইসরাঈল, আঃ ৮৮, পৃঃ ২৯১)*

টীকা ঃ ১. অর্থাৎ : আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আলাক এর অংশবিশেষ নাযিল করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নবুওয়াত দান করেছেন। সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ করার মাধ্যমে তাঁকে রাসূল হিসাবে মনোনীত করেন।

প্রশ্ন ঃ ১২. মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল এ প্রমাণ আছে কি?

উঃ এ ব্যাপারে বহু প্রমাণ রয়েছে তন্মধ্যে কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হল।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّارَسُوْلٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَاِنْ مَاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ

অর্থ ঃ আর মুহাম্মদ (সাঃ) একজন রাসূল ছাড়া কিছু নয়। তার পূর্বেও অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরন করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। *(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৪, পৃঃ ৬৯)*

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

অর্থ ঃ মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং যারা তার সাথে আছেন তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর, কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সেজদারত দেখবেন।

(সূরা আল-ফাতাহ আঃ ২৯, পৃঃ ৫১৬)

প্রশ্ন ঃ ১৩. মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়াতের কোরআনে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ আছে কি?

উত্তর ঃ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়াতের অকাট্য প্রমাণ রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা কোরআন কারীমে ইরশাদ করেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

অর্থ ঃ মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। *(সূরা আল আহযাব আঃ ৪০ পৃঃ ৪২৪)*

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) নবী এবং তিনি সর্বশেষ নবী।

প্রশ্ন ঃ ১৪. কি কি বিধান দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সাঃ)কে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন?

উত্তর ঃ একত্ববাদের বিধানসমূহ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

যেমন– (ক) মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকা (খ) মানবজাতিকে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে সদুপদেশ দেয়া। (গ) ফেরেস্তা, নবী, সালেহীনগণ, প্রতিমা, বৃক্ষলতা, তথা যে কোন মাখলুকের ইবাদত থেকে বিরত থাকার জন্য মানুষকে দাওয়াত দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

অর্থ ঃ আপনার পূর্বে আমি যে রাসূল প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রদান করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।

(সূরা আম্বিয়া আয়াত–২৫ পৃঃ ৩২৫)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

অর্থ ঃ আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক।

(সূরা নাহল আঃ ৩৫, পৃঃ ২৭২)

وَاسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُعْبَدُوْنَ

অর্থ ঃ আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি তাদের জিজ্ঞেস করুন, দয়াবান আল্লাহ ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম ইবাদতের জন্য?

(সূরা যুখরুফ আঃ ৪৫, পৃ ৪ ৯৩)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থ ঃ আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জ্বিন জাতি সৃষ্টি করেছি।

(সূরা আয-যারিয়াত, আঃ ৫৬ পৃঃ ৫২৪)

উপরে উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলাকে এক মানতে এবং একমাত্র তারই ইবাদত করতে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৫. توحيد الربوبيه (একক প্রভূত্ব) توحيد الا لوهيه (একক উপাসনা) এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ একক প্রভুত্ব ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাজ সমূহকে বুঝায় যেমন ঃ সৃষ্টি করা, রিযিক দান করা, মৃত্যু দেয়া, জীবিত করা, বৃষ্টি দেয়া, গাছপালা তরুলতা জন্মানো এবং সারা জগতের পরিচালনা করা ইত্যাদি।

একক উপাসনা ঃ বান্দার একনিষ্ঠ ধর্মীয় কাজ সমূহকে বুঝায় যেমন ঃ মোনাজাত করা। আল্লাহর উপর ভরসা রাখা। তওবা করা, আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা ও আযাবের ভয় রাখা। আল্লাহর রাস্তায় জান মালের কোরবানী করা, তার কাছে ফরিয়াদ তলব করা। মোটকথা সর্বপ্রকার খালেছ ইবাদত সমূহকে বুঝায়।

প্রশ্নঃ ১৬. কোন কোন ইবাদত শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্ধারিত?

উত্তর ঃ দোআ করা, সাহায্য প্রার্থনা করা, ফরিয়াদ তলব করা, আল্লাহর নামে পশুপাখী জবাই করা, মান্নাত মানা, ভয় করা, আশা প্রত্যাশা করা, আল্লাহর উপর ভরসা করা, মুহাব্বত করা, অন্তরে ভয় রাখা, তাওবা করা, আনুগত্য স্বীকার করা, ইবাদত বন্দেগি করা, রুকু, সেজদা এগুলো সবই আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।

প্রশ্ন ঃ ১৭. আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ কি ও সবচেয়ে বড় নিষেধ কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হচ্ছে শুধু তারই ইবাদত করা। এবং এতে কাউকে শরিক না করা এবং শিরক করাকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। "শিরক" অর্থ আল্লাহ তা'আলার যে কোন ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করা অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে উপাস্য বা পালনকর্তা মনে করা।

প্রঃ ১৮. তিনটি বিধান কি যা জানা ও তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব?

উত্তর ঃ (ক) এই চিরসত্যকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ও তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদের বৃথা সৃষ্টি করেন নি; বরং তাঁর ইবাদত করে সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য এই ধরাতে প্রেরণ করেছেন ও ইবাদতের বিধি-বিধান জানার জন্য আমাদের মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তার অনুসরণ করবে জান্নাত লাভ করবে। আর যে হতভাগা তাঁকে অমান্য করবে জাহান্নামের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

(খ) আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তিকে তাঁর ইবাদতে অংশীদারিত্বের অনুমতি প্রদান করেন নি। চাই ঐ শরীক কোন ফেরেশতা বা প্রেরিত রাসূল হোক না কেন।

(গ) যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মান্য করবে ও আল্লাহ তা'আলাকে এক জানবে তার জন্য এমন কোন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার অনুমতি নেই যে, ইসলাম বিদ্বেষী হবে, চাই সে কোন নিকটাত্মীয় হোক না কেন।

প্রশ্ন ঃ ১৯. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিচয় কি?

উত্তর ঃ যে সত্ত্বা সমস্ত সৃষ্টিজগতের নিকট থেকে এককভাবে উপাসনা পাবার ও একক প্রভূত্বের অধিকারী।

প্রশ্ন ঃ ২০. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর ঃ একমাত্র তাঁর (আল্লাহ তায়ালার) ইবাদত বন্দেগী করার জন্য।

প্রশ্ন ঃ ২১. "ইবাদত" এর অর্থ কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলাকে এক মানা ও তাঁরই অনুসরণ করা।

প্রশ্ন ঃ ২২. কোরআনে কারীমে তার কোন প্রমাণ আছে কি?

উত্তর ঃ কোরআনে করীমে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থ ঃ আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জ্বিন জাতি সৃষ্টি করেছি।
(সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ৫৬ পৃঃ ৫২৪)

প্রশ্ন ঃ ২৩. আল্লাহ তা'আলার কোন বিধান সর্বপ্রথম আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে?

উত্তর ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাগুতকে অস্বীকার করা আমাদের উপর সর্ব প্রথম ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

অর্থ ঃ দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃশ্চয়ই হেদায়েত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। যারা "তাগুত" দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারন করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙ্গবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। *(সূরা বাক্বারা, আয়াত ২৫৬)*

প্রশ্ন ঃ ২৪. العروة الوثقى "সুদৃঢ় হাতল" দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ العروة الوثقى দ্বারা لا اله الا الله উদ্দেশ্য এবং لا اله আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মা'বুদ অস্বীকার ও الا الله দ্বারা শুধু আল্লাহ তা'আলাকে মা'বুদ স্বীকার করে নেয়া বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২৫. অস্বীকার করা ও স্বীকার করার কি অর্থ ?

উত্তর ঃ আল্লাহ ছাড়া সমস্ত মা'বুদকে অস্বীকার করা, ও একমাত্র আল্লাহর ইবাদত স্বীকার করা।

প্রশ্ন ঃ ২৬. এ ব্যাপারে কোরআন কারীমে কি প্রমাণ রয়েছে?

উত্তর ঃ অকাট্য প্রমাণ রয়েছে, যেমন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ اِنَّنِىْ بَرَاۤءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ

অর্থ ঃ যখন ইবরাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার সম্পর্ক নেই। *(সূরা আয-যুখরুক, আঃ ২৬, পৃঃ ৪৯২)*

এ আয়াতটি অস্বীকার করার উদাহরণ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِىْ

অর্থ ঃ তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এ আয়াতটি স্বীকার করার উদাহরণ। *(সূরা আয-যুখরুফ, আঃ ২৭, পৃঃ ৪৯২)*

প্রশ্ন ঃ ২৭. তাগুত কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ পৃথিবীতে বহু প্রকার তাগুতের আবির্ভাব ঘটেছে তার মধ্যে পাঁচ প্রকার হচ্ছে অন্যতম (ক) অভিশপ্ত ইবলীস (খ) এমন ব্যক্তি যার ইবাদত করা হয় এবং সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে। (গ) যে নিজের ইবাদতের জন্য আহবান করে (ঘ) যে অদৃশ্যের এলম জানে বলে দাবি করে। (ঙ) যে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান পরিপন্থী আদেশ করে।

প্রশ্ন ঃ ২৮. কালেমায়ে তাইয়্যেবা ও শাহাদাতের পর উত্তম আমল কোনটি?

উত্তর ঃ উত্তম আমল হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামায সঠিকভাবে আদায় করা। তবে নামাযের কতিপয় রোকন, শর্ত ও ওয়াজিব রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

নামাযের শর্ত সাতটি

১। শরীর পাক হওয়া। ২। কাপড় পাক হওয়া। ৩। নামাযের জায়গা পাক হওয়া। ৪। সতর ঢাকা। ৫। ক্বেবলামুখী হওয়া ৬। ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায পড়া। ৭। নামাযের নিয়ত করা।

নামাযের আরকান সাতটি

১। তাকবীরে তাহরীমা বলা ২। দাঁড়িয়ে নামায পড়া। ৩। কিরাত পড়া ৪। রুকু করা। ৫। সিজদা করা। ৬। শেষ বৈঠক ৭। নামায ভঙ্গকারী কোন কাজের মাধ্যমে নামায শেষ করা যেমন ঃ আসসালামু আলাইকুম বলে ডানে-বামে তাকিয়ে নামায সমাপ্ত করা।

নামাযের ওয়াজিব চৌদ্দটি

১। সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করা। ২। ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে এবং সুন্নত, ওয়াজিব ও নফল নামাযের সকল রাকাতে অন্য যে কোন সূরা পড়া। ৩। প্রথম দুই রাকাতে ক্বেরাত পড়া। ৪। নামাযের আরকানগুলো ধীরস্থিরভাবে আদায় করা। ৫। রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। ৬। দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা। ৭। প্রথম বৈঠক। ৮। নামাযের রোকনগুলোতে তরতীবের খেয়াল রাখা। ৯। উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া। ১০। ক্বেরাত আস্তের স্থানে আস্তে পড়া। জোরের স্থানে জোরে পড়া। ১১। সালামের সাথে নামায শেষ করা। ১২। মুক্তাদিগণ ইমামের অনুসরণ করা। ১৩। বেতের নামাযের তৃতীয় রাকাতে দোয়ায়ে কুনূত পড়া। ১৪। ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা।

প্রশ্ন ঃ ২৯. আল্লাহ্ তা'আলা কি মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং তাদের ভাল-মন্দের বিচার হবে? যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মানবে সে জান্নাতে যাবে, যে মানবে না সে জাহান্নামে জ্বলবে এ সম্পর্কে কোরআনে কোন প্রমাণ আছে কি ?

"আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন কারীমে ইরশাদ করেন"

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَنْ يُبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

অর্থ ঃ কাফেররা বলে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। কিন্তু আপনি বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমার নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে।

অতঃপর তোমাদের অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

(সূরা আত-তাগাবুন, আঃ ৭ পৃঃ ৫৫৭)

"مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى"

অর্থ ঃ এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তার মধ্যেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরকে উত্থিত করব।

(সূরা ত্বোয়া-হা আঃ ৫৫ পৃঃ ৩১৬)

প্রশ্ন ঃ ৩০. যে ব্যক্তি জীবজন্তুকে গায়রুল্লাহর নামে জবাই করে তার সম্পর্কে শরীয়তে কি বিধান রয়েছে?

উত্তর ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে সে কাফের ও মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে। ও দুই কারণে জবাইকৃত জানোয়ার হালাল হবে না।

(ক) জানোয়ারটি একজন মুরতাদের হাতে জবাইকৃত, আর মুরতাদের জবাইকৃত জানোয়ার হালাল নয় তা এজমা দ্বারা প্রমাণিত (অর্থাৎ এ ব্যাপারে একমত।

(খ) এটা অবৈধভাবে জবাই করা জন্তু যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা অবৈধভাবে জবাইকৃত জন্তুকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِىْ مَاۤ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ

অর্থ ঃ আপনি বলে দিন যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্যে যা সে ভক্ষণ করে, কিন্তু মৃত জন্তু অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ, যবেহ করা জন্তু যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়।

(সূরা আল-আনআম আঃ ১৪৫ পৃঃ ১৪৮)

প্রশ্নঃ ৩১. শিরক কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ শিরকের বহু প্রকার রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিজের প্রয়োজন মৃত্যু ব্যক্তির কাছে চাওয়া এবং তার কাছে ফরিয়াদ ও আশা করা।

সারাবিশ্বে এ ধরনের শিরকে মানুষ বেশি আক্রান্ত ও জর্জরিত। এ উপমহাদেশে যা কবর ও মাজার পূজা রূপে পরিলক্ষিত হয়।

এটাই শিরকের মূল উৎস কারণ মানুষ যখন মারা যায় তখন তার "আমলনামা"র দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তখন তার কাছে ফরিয়াদ তলব করে উপকৃত হওয়া তো দূরের কথা সে নিজেরই কোন প্রকার উপকার বা অপকার করতে পারে না। এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কারো জন্য শাফায়াত করা এক চরম অজ্ঞতার কথা। আল্লাহর কাছে অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারে না। এবং গায়রুল্লার কাছে প্রার্থনা করাকে আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতির মাধ্যম বানাননি। বরং পরিপূর্ণ তাওহীদের সাথে ইবাদত করাকে অনুমতির মাধ্যম বানিয়েছেন, অতএব উল্লেখিত প্রার্থনাকারী মুশরিক হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এ কারণে শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হবে। শিরককে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়।

(ক) شرك اكبر (বড় শিরক) ঃ এমন শিরক যার সম্পাদনকারী ধর্ম বহির্ভূত হয়ে পড়ে।

(খ) شرك اصغر (ছোট শিরক) এমন শিরক যার সম্পাদনকারী ধর্ম বহির্ভূত হয় না কিন্তু গোনাহগারে পরিণত হয়।

প্রশ্ন ঃ ৩২. মোনাফেকি কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ মোনাফেকি দুই প্রকার (১) বিশ্বাসগত মোনাফেকি (২) আমলী মোনাফেকি।

১। "বিশ্বাসগত মোনাফেকি" হচ্ছে কাজকর্মে ইসলাম প্রকাশ করা এবং অন্তরে ইসলাম বিদ্বেষী হওয়া। এই ব্যাপারে কোরআন কারীমে একাধিক জায়গায় আলোচনা হয়েছে। তাদের এই মোনাফেকির ফলশ্রুতিতে জাহান্নামের একেবারে তলদেশে আজীবন জ্বলতে ও যন্ত্রণাদায়ক সাজা ভোগ করতে হবে।

২। "আমলী মুনফাকি" সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এক হাদীসে বর্ণনা করেন।

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ"

অর্থ ঃ যার মধ্যে চারটি খারাপ অভ্যাস পরিলক্ষিত হবে সে পরিপূর্ণ মোনাফেক হিসাবে গণ্য হবে। যদি এইগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি অভ্যাস পাওয়া যায় তাহলে ঐ পরিমাণ নেফাকি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে অভ্যাসগুলো হচ্ছে

(ক) যদি কথা বলে মিথ্যার আশ্রয় নেয়।

(খ) যদি অঙ্গীকারবদ্ধ হয় প্রতারণা করে।

(গ) যদি বিতর্ক করে অশালীন কথা বলে।

(ঘ) যদি আমানত রাখে তার খেয়ানত করে।

একজন মনীষী বলেন ঃ নেফাকি প্রথমে ইসলামের মূলে সম্পৃক্ত হয়। কিন্তু যখন তা অন্তরে শক্তভাবে প্রোথিত হয় এবং দৃঢ়ভাবে আসন গেড়ে বসে তখন আক্রান্ত ব্যক্তি ইসলাম থেকে একেবারে দূরে সরে পড়ে, যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং নিজেকে একজন মুসলমান মনে করে। কেননা নেফাকির কারণে অন্তর থেকে ঈমান সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ ৩৩. প্রথমে "তাগুত"কে অস্বীকার করার পর ইসলামের দৃষ্টিতে কোন কাজটি মানুষের উপর বর্তায়?

উত্তর ঃ এক আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা।

প্রশ্ন ঃ ৩৪. ঈমানের কয়টি শাখা?

উত্তর ঃ ঈমানের প্রায় সত্তরটি শাখা রয়েছে তন্মধ্যে সর্বউচ্চ শাখা হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এবং সর্ব নিম্ন শাখা হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। লজ্জা ও ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রশ্ন ঃ ৩৫. ঈমানের রুকন কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ ঈমানের রুকন ছয়টি :

(ক) আল্লাহ্ (খ) ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

(গ) আসমানি কিতাবসমূহ (ঘ) রাসূগণের প্রতি ঈমান আনা।

(ঙ) বিচার দিবস (চ) এবং ভাল-মন্দ তকদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

প্রশ্ন ঃ ৩৬. ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমানের পর কোন কাজটি করতে হয়।

উত্তর ঃ ঈমান আনয়নের পর "এহ্সান"কে মানবজীবনে বাস্তবায়িত করতে হয়। "এহ্সান"এর একটি রুকন রয়েছে তাহল একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করা যেন তুমি তাকে স্বচক্ষে দেখতেছ। যদি এ স্তরে না পৌঁছতে পার, তবে অন্ততপক্ষে এ মনোভাব নিয়ে ইবাদতে লিপ্ত হওয়া যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তোমার দিকে চেয়ে আছেন।

প্রশ্ন ঃ ৩৭. মানুষ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর তাদের কৃত কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে কি?

উত্তর ঃ মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاؤُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى

অর্থ ঃ যাতে তিনি মন্দকামীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফলন দেন এবং সৎকর্মীদেরকে দেন ভাল ফল। *(সূরা আন-নযম আঃ ৩১ পৃঃ ৫২৮)*

প্রশ্ন ঃ ৩৮. যে পরকালকে বিশ্বাস করেনা তার সম্পর্কে কোরআনে কি বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী সে কাফের, কারণ সে কোরআনের আয়াতকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَنْ يُبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

অর্থ ঃ কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবেনা। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। *(সূরা আত-তাগাবুন আঃ ৭ পৃঃ ৫৫৭)*

প্রশ্ন ঃ ৩৯. পৃথিবীতে এমন কোন জাতি আছে কি যাদেরকে এক মা'বুদের ইবাদত করার নির্দেশ প্রদান করতে ও তাগুত থেকে বিরত রাখতে আল্লাহ্ তা'আলা কোন রাসূল প্রেরণ করেননি?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদেরকে সত্যের পথে আহবান করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

অর্থ ঃ আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক। *(সূরা নাহল, আঃ ৩৬)*

প্রশ্ন ঃ ৪০. তাওহীদ "একত্বে বিশ্বাস" কত প্রকার ?

উত্তর ঃ তাওহীদ তিন প্রকার।

(ক) توحيد الربوبيه (একক প্রভুত্বে বিশ্বাস) যা কাফেররা পর্যন্ত বিশ্বাস করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

অর্থ ঃ আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, রিযক কে দান করেন? তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে কিংবা কে তোমাদের কান এবং চোখের মালিক? এবং কে জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন আপনি বলুন তার পরও ভয় করছনা? *(সূরা ইউনুস আঃ ৩২)*

(খ) توحيد الا لوهية "এক মা'বুদে বিশ্বাস" [ইবাদত পাওয়ার অধিকার যার] হচ্ছে সমস্ত জাতির একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। আরবী পরিভাষায় اله "ইলাহ" বলতে ঐ সত্তাকে বুঝায় যাঁর ইবাদত করা হয়। অশিক্ষিত আরবরা কথায় বলে থাকে ان الله هو إله الا لهة "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মা'বুদের মা'বুদ" এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বড় বড় মনীষী, ফেরেস্তাসমূহ এবং অন্যান্যদেরকেও মা'বুদ হিসেবে শ্রদ্ধা করে এবং তাদের সনাতন বিশ্বাস এই যে, "এদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা রাজি হয়েছেন, তারা তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করবেন এবং তাদের এই সুপারিশ কবুল করা হবে।"

(গ) توحيد الصفات ঃ পরিপূর্ণ গুণাবলীতে অদ্বিতীয়তার বিশ্বাস এবং কাজকর্মে প্রকাশ করা থেকে উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা নিজ গুণাবলীতে একক ও অদ্বিতীয় এই বিশ্বাস স্থাপন করা। তাওহীদুস সিফাত ব্যতীত তাওহীদুল উলূহিয়্যাত ও তাওহীদুররোবোবিয়্যত বাস্তবায়িত হবেনা। অধিকাংশ মানুষই এই স্পর্শকাতর বিষয়গুলো বুঝে শুনেই অস্বীকার করে থাকে।

প্রশ্ন ঃ ৪১. কোন বিষয়ে যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেন তখন আমার কি করা উচিত?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাকে কোন আদেশ করা হলে তোমার উপর সাতটি কাজ সম্পন্ন করা ওয়াজিব।

(ক) আদেশকৃত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

(খ) তা অন্তর দিয়ে ভালবাসা।

(গ) এবং বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রত্যয়ী হওয়া।

(ঘ) ও তদনুযায়ী আমল করা।

(ঙ) একনিষ্ঠ ও পূর্ণ শরীয়তানুয়ী আমল করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকা।

(চ) কেউ এর বিপরীত আমলে লিপ্ত হলে বাধা দান করা।

(ছ) এবং নিজেও তাতে অটল থাকা।

প্রশ্ন ঃ ৪২. যখন মানুষ জানে যে, আল্লাহ তায়ালা তাওহীদকে বাস্তবায়নের হুকুম করেছেন এবং শিরককে হারাম করেছেন তারপরও কি তারা উল্লেখিত বিষয়গুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকে?

উত্তর ঃ তার উত্তর আসবে "না" হাঁ উত্তরটি আসা খুবই বিরল বটে। যেমন মনে করুন ঃ

(ক) অধিকাংশ মানুষ এ জ্ঞান রাখে যে তাওহীদ চিরসত্য এবং শিরক অসত্য তারপরও মানুষ এই চিরন্তন বাস্তবতা থেকে পাস কেটে চলে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ পর্যন্ত দেখায়না। মানুষ অবগত যে, আল্লাহ তা'আলা সুদ কে হারাম করেছেন। আর তারা নিত্য দিন বেচাকেনা করে কিন্তু আল্লাহর আদেশের প্রতি কখনো যত্নশীল হয়না। তারা কোরআনে কারীমে পড়েছে যে আল্লাহ্ তা'আলা এতিমদের মাল আত্মসাৎ করা বা যথেচ্ছা নিজ প্রয়োজনে খরচ করা হারাম করেছেন ও তার কল্যানার্থে প্রয়োজনানুযায়ী খরচ করা বৈধ করেছেন। অথচ আল্লাহ ভূলা মানুষ পিতৃহারা অসহায় আদম সন্তানের মাল সম্পদ দেখাশুনার নামে নিজের পৈত্রিক সম্পদের ন্যায় ব্যবহার করছে, আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের প্রতি কোন তোয়াক্কা করার প্রয়োজন মনে করছে না।

(খ) বান্দার কাজ হল আল্লাহ্ তা'আলা যে বিধান দিয়েছেন তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করা। কিন্তু বর্তমানে বাস্তব চিত্র হল, অনেক মানুষই রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন না বরং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তিনি যে বিধান নিয়ে এসেছেন পথভ্রষ্ট মানুষ এসব থেকে বেশি বিমুখ অথচ তারা ভাল করে জানে কোরআন হাদীসই মানবজাতির জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ প্রদত্ত একটি নির্ভুল বিধান।

উত্তর ঃ আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাকে কোন আদেশ করা হলে তোমার উপর সাতটি কাজ সম্পন্ন করা ওয়াজিব।

(ক) আদেশকৃত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

(খ) তা অন্তর দিয়ে ভালবাসা।

(গ) এবং বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রত্যয়ী হওয়া।

(ঘ) ও তদনুযায়ী আমল করা।

(ঙ) একনিষ্ঠ ও পূর্ণ শরীয়তানুযী আমল করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকা।

(চ) কেউ এর বিপরীত আমলে লিপ্ত হলে বাধা দান করা।

(ছ) এবং নিজেও তাতে অটল থাকা।

প্রশ্ন ঃ ৪২. যখন মানুষ জানে যে, আল্লাহ তায়ালা তাওহীদকে বাস্তবায়নের হুকুম করেছেন এবং শিরককে হারাম করেছেন তারপরও কি তারা উল্লেখিত বিষয়গুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকে?

উত্তর ঃ তার উত্তর আসবে "না" হাঁ উত্তরটি আসা খুবই বিরল বটে। যেমন মনে করুন ঃ

(ক) অধিকাংশ মানুষ এ জ্ঞান রাখে যে তাওহীদ চিরসত্য এবং শিরক অসত্য তারপরও মানুষ এই চিরন্তন বাস্তবতা থেকে পাস কেটে চলে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ পর্যন্ত দেখায়না। মানুষ অবগত যে, আল্লাহ তা'আলা সুদ কে হারাম করেছেন। আর তারা নিত্য দিন বেচাকেনা করে কিন্তু আল্লাহর আদেশের প্রতি কখনো যত্নশীল হয়না। তারা কোরআনে কারীমে পড়েছে যে আল্লাহ্ তা'আলা এতিমদের মাল আত্মসাৎ করা বা যথেচ্ছা নিজ প্রয়োজনে খরচ করা হারাম করেছেন ও তার কল্যানার্থে প্রয়োজনানুযায়ী খরচ করা বৈধ করেছেন। অথচ আল্লাহ ভূলা মানুষ পিতৃহারা অসহায় আদম সন্তানের মাল সম্পদ দেখাশুনার নামে নিজের পৈত্রিক সম্পদের ন্যায় ব্যবহার করছে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের প্রতি কোন তোয়াক্কা করার প্রয়োজন মনে করছে না।

(খ) বান্দার কাজ হল আল্লাহ তা'আলা যে বিধান দিয়েছেন তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করা। কিন্তু বর্তমানে বাস্তব চিত্র হল, অনেক মানুষই রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন না বরং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তিনি যে বিধান নিয়ে এসেছেন পথভ্রষ্ট মানুষ এসব থেকে বেশি বিমুখ অথচ তারা ভাল করে জানে কোরআন হাদীসই মানবজাতির জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ প্রদত্ত একটি নির্ভুল বিধান।

(গ) আল্লাহর বিধানানুযায়ী আমলের জন্য দৃঢ়প্রত্যয়ী হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু সত্য কথা হল বিবেকবান সবাই ইসলামের বাস্তবতা ও সত্যতা উপলব্ধি করে মানসিকভাবে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও জীবনের প্রতিটি ধাপে প্রতিটি শাখা প্রশাখায় তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়না। একটি অন্তঃসার শূন্য ভ্রান্ত ধারনার কারণে যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গড়তে গেলে তাগুতী শক্তির প্রবল ঝড়ো হাওয়া তার পার্থিব জীবনে সাজানো ঘরকে ধুমরে মুচড়ে দিবে।

(ঘ) ঈমান আনয়নের পর তদনুযায়ী আমল করা ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু সমাজের কোন কোন পরিবারে দেখা যায় যে, যদি কেউ ইসলামী বিধান মতে চলতে ইচ্ছা করে বা আমল করতে শুরু করে তখন পরিবার বা সমাজের কারো কারো বাঁধার সম্মুখীন হয় এবং উৎসাহের পরিবর্তে প্রতিরোধের কারণে পূর্বের অনৈসলামিক জীবন থেকে ফিরে আসতে পারে না।

(ঙ) এরকম অনেক মানুষ পাওয়া যায় যারা একনিষ্ঠভাবে আমল করে না কখনো যদি করে কিন্তু শরীয়তের সঠিক বিধানানুযায়ী না হওয়ায় তাদের আমলগুলো নিষ্ফল হয়ে যায়।

(চ) ধার্মিক লোকেরা ইবাদতের সাওয়ার যাতে বিনষ্ট না হয় তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

অর্থ ঃ তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবেনা।

(সূরা আল-হুজরাত আঃ ২ পৃঃ ৫১৬)

কিন্তু বর্তমানে কারো ইবাদত সঠিক হচ্ছে কিনা এর প্রতি দৃষ্টি রাখাতো দূরের কথা ইবাদতই ছেড়ে দিচ্ছে।

(ছ) উম্মতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হকের উপর অটল অবিচল থাকা ও শেষ ফল সম্পর্কে ভীত থাকা ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা বুযুর্গগণ দায়িত্বের সাথে আদায় করতেন। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা নিজেদেরকে পাশ্চাত্যের অনুকরণে হারিয়ে ফেলেছি। এখন নাম কা ওয়াস্তে "মুসলমান," ছাড়া আমাদের অন্য কোন পরিচয় নেই।

প্রশ্ন ঃ ৪৩. কুফর এর অর্থ কি এবং ইহা কত প্রকার?

উত্তর ঃ কুফর এর অর্থ অস্বীকৃতি, কুফর দুই প্রকার ঃ

১। এমন কুফর যার কারণে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। ইহা পাঁচ প্রকার।

(ক) অস্বীকার করা ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِباً اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ.

অর্থ ঃ তার চেয়ে অধিক জালেম কে? যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পরও তাকে অস্বীকার করে তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফেরের ঠিকানা হবে?

(সূরা আল-আনকাবুত আঃ ৬৮ পৃঃ ৪০৫)

(খ) সত্য গ্রহণের পর দাম্ভিকতা ও অহংকারে বশীভূত হয়ে বাস্তবকে প্রত্যাখান করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

অর্থ ঃ এবং আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল সে নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। *(সূরা আল-বাক্বারা আঃ ৩৪ পৃঃ ৭)*

(গ) সন্দিহান হয়ে অস্বীকার করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهِ اَبَدًا * وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا * قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً.

অর্থ ঃ নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল ঃ আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং আমি মনে করিনা যে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনো আমার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতেও উৎকৃষ্ট বস্তু পাব। তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে

বলল ঃ তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে।

(সূরা কাহফ আঃ ৩৫, ৩৬, ৩৭, পৃঃ ২৯৮)

(ঘ) উপেক্ষা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ

অর্থ ঃ আর কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। *(সূরা আল-আহক্বাফ আঃ ৩, পৃঃ ৫০৩)*

(ঙ) নেফাকির কারণে অস্বীকার করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ

অর্থ ঃ এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না।

(সূরা মুনাফিকুন আঃ ৩ পৃঃ ৫৫৫)

২। সাধারণ কুফর ঃ যদ্দরুণ ইসলাম বর্হিভূত হয় না যেমন আল্লাহর দেয়া নেয়ামত অস্বীকার করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহ দৃষ্টান্ত বলেছেন যে, একটি জনপদ যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ, অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে ক্ষুধা ও ভীতির বিঃস্বাদ পান করালেন। *(সূরা নাহল ঃ ১১২)*

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ

অর্থ ঃ যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করা হয় তবে তা শেষ করতে পারবেনা। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী অকৃতজ্ঞ। *(সূরা ইবরাহীম আঃ ৩৪ পৃঃ ২৬০)*

প্রশ্ন ঃ ৪৪. "শিরক" এর অর্থ কি এবং ইহা কত প্রকার?

উত্তর ঃ শিরক তাওহীদের বিরপীত ইহা তিন প্রকার যথা ঃ

(ক) شرك اكبر "বড় শিরক" (খ) شرك اصغر "ছোট শিরক" (গ) شرك خفى "সূক্ষ্ম শিরক"।

*** শিরকে আকবর চার প্রকার**

(ক) প্রার্থনায় শিরক করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَإِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ

অর্থ ঃ তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন,তখনই তারা শিরক করতে থাকে। *(সূরা রুম আঃ ৬৫ পৃঃ ৪০৫)*

(খ) নিয়ত ও মনোভাবনার মাধ্যমে শিরক করা। আল্লাহ বলেন।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবেনা। *(সূরা হুদ, আঃ ১৫ পৃঃ ২২৪)*

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارَ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوْ يَعْمَلُوْنَ

অর্থ ঃ এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া অন্যকিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে। আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল। *(সূরা হুদ আঃ ১৫ পৃঃ ২২৪)*

(গ) অনুকরণে শিরক করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلٰهًا وَاحِدًا لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

অর্থ ঃ তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তা রূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মা'বুদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই যে, তারা তার শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি এসব থেকে পবিত্র। *(সূরা আত-তাওবাহ্ আঃ ৩১)*

(ঘ) মুহাব্বতে শিরক করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ

অর্থ ঃ আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি পোষণ করে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ভালবাসে। আর কতইনা উত্তম হত যদি এ জালেমরা কোন আযাব প্রত্যক্ষ করে উপলব্ধি করে নিত যে যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনত। *(সূরা আল-বাক্বারা আঃ ১৬৫, পৃঃ ২৬)*

২। শিরকে আসগর "ছোট শিরক" লোক দেখানো আমলকে বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআন করীমে ইরশাদ করেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا

অর্থ ঃ অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

(সূরা ঃ কাহফ, আঃ ১১০, পৃঃ ৩০৬)

৩। "শিরকে খফী" সূক্ষ্ম শিরক। হুজুর আকরাম (সা.) ফরমান–

اَلشِّرْكُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ عَلٰى الصَّفَاةِ السَّوْدَاءِ فِىْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ

অর্থ ঃ ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে কাল পাথরের মধ্যে পিপিলিকার মন্থরগতিতে চলার চেয়েও সূক্ষ্মতর এ উম্মতের শিরক।

প্রশ্ন ঃ ৪৫. কদর ও কাযার মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ কদর অর্থ পরিমাণ করা, তারপর তকদীরের অর্থে ব্যবহৃত হয়, তকদীর অর্থ বিস্তার ও প্রকাশ করা অতঃপর তকদীরুল্লাহ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার ভাবার্থ বিশ্বজগত সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে এর জন্য আল্লাহ পাকের নির্ধারণ।

কাযা অর্থ ঃ আইনী কিতাবসমূহের ভিত্তিতে বিচারালয়ে শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা।

(ক) কাযা শব্দটি তার মূল অর্থ ছাড়া অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয় যেমন- "কাযা" কখনো কদরের অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন অর্থ হবে নির্দিষ্টকরণ, পার্থক্য করণ।

তেমনিভাবে কদরও কাযার অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন দুনিয়াবী কার্যক্রমে সমস্যানুযায়ী সমাধানের অর্থে ব্যবহারের জন্য কদর শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

(খ) মীমাংসা ঃ

ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ

অর্থ ঃ অতঃপর তোমরা মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না। *(সূরা আন-নিসা আঃ ৬৫ পৃঃ ৮৯)*

(গ) সমাপ্ত ঃ فَاِذَاقُضِيَتِ الصَّلٰوةُ অর্থ ঃ অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে। *(সূরা আল-জুমুআহ, আঃ ১০)*

(ঘ) কাজ فَاقْضِ مَاانْتَ قَاضٍ অর্থ- অতএব তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। *(সূরা তোহা, আঃ ৭২, পৃঃ ৩১৭)*

(ঙ) বার্তা ঃ وَقَضَيْنَا اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ অর্থ ঃ আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি। *(সূরা বনী ইসরাঈল, আঃ ৪, পঃ ২৮৩)*

(চ) মৃত্যুবরণ করা যেমন লোক মুখে শোনা যায় قضى فلان অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে।

আল্লাহ ত্বা'আলা পবিত্র কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেন–

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ

অর্থ ঃ তারা ডেকে বলবে হে মালিক, পালনকর্তা আমাদের নিঃশেষ করে দিন। *(সূরা আয-যুখরুক, আঃ ৭৭, পৃঃ ৪৯৫)*

(ছ) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঃ قضى الامر অর্থ ঃ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। *(সূরা ইউসুফ আঃ ৪১ পৃঃ ২৪১)*

(জ) ক্বরায়ত্ব করা বা পরিপূর্ণ হওয়া।

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهُ

অর্থ ঃ আপনার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। *(সূরা ত্বোয়া-হা আঃ ১১৪ পৃঃ ৩২১)*

(ঝ) বিচার করা ঃ وَقَضٰى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ অর্থ ঃ তাদের সবার মাঝে বিচার করা হবে। *(সূরা আল-যুমার, আঃ ৭৫, পৃঃ ৪৬৭)*

(ঞ) সৃষ্টি করা فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ অর্থ ঃ অতঃপর তিনি আকাশ মণ্ডলীকে সপ্ত আকাশে করে সৃষ্টি করলেন। *(সূরা হা-মীম সেজদা, আঃ ১২)*

(ট) স্থির করা ঃ وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيًّا অর্থ ঃ এটাতো একটি নির্ধারিত কাজ। *(সূরা মারয়াম আঃ ২১ পৃঃ ৩০৭)*

(ঠ) আদায় করা ঃ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ অর্থ ঃ যখন হজ্বের যাবতীয় অনুষ্ঠান-ক্রিয়াদি আদায় করে সারবে। *(সূরা আল-বাক্বারা, আঃ ২০০)*

(ড) القضاء "কাযা" শব্দটি ক্রিয়ামূল যার অর্থ পূরণ করা।

الاقضاء ঃ চাওয়া যেমন ঃ اقضى الامر الوجوب অর্থ ঃ নির্দেশ ওয়াজিবকে চায়।

আরবী পরিভাষায় اقتضاء বলা হয় ঐ ইলমকে যার দ্বারা বাক্যে কোন শব্দ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা উপলব্ধি করা যায়। যেমন ঃ কথিত আছে لاقضى منه العجب অর্থ ঃ তার সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে শেষ করার মত নয়। এ বাক্যে لاقضى শব্দে "অসম্ভব"এর অর্থ প্রকাশ পেয়েছে।

হযরত আসমায়ী (রঃ) বলেছেন ঃ يبقى ولا ينقضى অর্থ ঃ স্থায়ী থাকবে, নি:শেষ হবেনা এ বাক্য لاينقضى শেষ না হওয়া এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ৪৬. ভালমন্দ উভয় তকদীরই কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারত হয়ে থাকে, না কোন একটি?

উত্তর ঃ ভাল-মন্দ উভয় তকদীরই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। আলী (রা) বলেন, আমরা বাকীয়ে গরকুদ নামক স্থানে এক ব্যক্তির জানাযায় অংশ নিলাম। ইতিমধ্যে হুজুর (সা) সেখানে উপস্থিত হলেন, আমরা তাঁর চতুপার্শ্বে একত্রিত হলাম অতঃপর হুজুর (সা) বলেন, তোমাদের মাঝে ছোট বড় সবারই ঠিকানা জান্নাত বা জাহান্নাম যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, তাই সকলেই দুর্ভাগ্যবান অথবা সৌভাগ্যবান। হযরত আলী (রা) বললেন, অতঃপর এক শ্রোতা সংশয় দূরীভূত করনার্থে প্রশ্ন করলেন, তাহলে কি আমরা আমাদের ভাগ্যের উপর ভরসা করে ইবাদত থেকে বিরত থাকব? উত্তরে হুজুর (সা) তাকে বুঝিয়ে বললেন সে ব্যক্তি ভাগ্যবান ও জান্নাতি হবে যে সৎকর্মে লিপ্ত থাকবে। আর সে জাহান্নামী হবে যে অসৎ কর্মে লিপ্ত থাকবে, অতঃপর এই আয়াতগুলো পাঠ করলেন।

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى (٦) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى (٧) وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى (٩) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى (١٠)

অর্থ ঃ (৫) অতএব যে দান করে এবং খোদাভীরু হয়, (৬) এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে (৭) তিনি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করবেন (৮) আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় (৯) এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, (১০) তাকে কষ্টের বিষয়ের প্রতি চলা সহজ করে দিবেন।

(সূরা আল-লায়ল, পৃঃ ৬০২)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে হুজুর আকরাম (সা.) ফরমান ঃ

وَاعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ اَمَّا اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَاَمَّا اَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ

অর্থ ঃ তোমরা আমল কর, প্রত্যেককে আমল করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে যারা দুর্ভাগা তাদের জন্য অসৎকর্ম কাণ্ডে লিপ্ত থাকা সহজতর হবে। আর যারা সৌভাগ্যবান তাদের জন্য সৎ আমলে মশগুল থাকা সহজ সাধ্য হবে। "তারপর নিচের দুটো আয়াত পাঠ করেন"।

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى (٦)

প্রশ্ন ঃ ৪৭. لاالـه الا اللـه এর অর্থ কি ?

উত্তর ঃ لا الـه الا اللـه এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআন কারীমে ইরশাদ করেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ

অর্থ ঃ তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করোনা। এখানে "الاتـعـبـدوا" থেকে لاالـه এবং الا ايـاه থেকে الا اللـه উদ্দেশ্যে। *(সূরা বনী ইসরাঈল, আঃ ২৩ পৃঃ ২৮৫)*

প্রশ্ন ঃ ৪৮. তাওহীদ কাকে বলে যা আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর নামায, রোযার পূর্বে ফরয করেছেন।

উত্তর ঃ এখানে তাওহীদ দ্বারা বুঝানো হয়েছে এক সত্ত্বার ইবাদত করা সুতরাং এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবেনা এবং তার সাথে কাউকে শরীকও করবেনা এমনকি কোন নবী রাসূলকেও না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

অর্থ ঃ মসজিদসমূহ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য অতএব তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে ডেকো না। *(সূরা জ্বিন আঃ ১৮ পৃঃ ৫৭৬)*

প্রশ্ন ঃ ৪৯. ধৈর্যশীল ফকির ও কৃতজ্ঞ ধনীর মধ্যে কে উত্তম এবং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সংজ্ঞা কি?

উত্তর ঃ ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ উভয়জনই উত্তম মুসলমান, তবে যার মধ্যে আল্লাহভীতি বেশি সে অধিক উত্তম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের মধ্য থেকে সেই অধিক মর্যাদাবান যে বেশি আল্লাহভীতি অর্জন করেছে। *(সূরা হুজরাত আঃ ১৩পৃঃ ৫১৮)*

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সংজ্ঞার ব্যাপারে উলামাদের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

“ধৈর্য” বলা হয় কোন কাজে বা সমস্যায় অস্থিরতা বা উৎকণ্ঠা না থাকা।

“কৃতজ্ঞতা” বলা হয় আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যে নেয়ামত দান করেছেন তার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা।

প্রশ্ন ঃ ৫০. আমাকে কিছু উপদেশ দিবেনকি?

উত্তর ঃ তোমাকে যে বিষয়ে উপদেশ দিব ও উৎসাহিত করব তাহল একত্ববাদ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন করা এবং একত্ববাদের কিতাবসমূহ বিশদভাবে পড়াশোনা করা। কারণ এই কিতাবগুলোই তোমাকে একত্ববাদ সম্পর্কে বাস্তব ও সুস্পষ্ট ধারনা দিবে যা, বাস্তবায়নে আল্লাহ তা'আলা নবী ও রাসূলদেরকে এ ধরাতে প্রেরণ করেছেন। এবং সত্যিকার শিরক সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করবে যা, আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলগণ হারাম করেছেন। এবং এই অমার্জনীয় পাপ সম্পাদনকারীর জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করেছেন ও যে এই অপকর্মে লিপ্ত হবে, তার সমস্ত নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। বাস্তব মর্যাদা তো একত্ববাদের সঠিক জ্ঞানার্জন করার মধ্যেই নিহিত। এবং এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী ও রাসূলগণকেই এই ধরাতলে প্রেরণ করেছেন। আর একত্ববাদের কারণে মানুষ প্রকৃত মুসলমান হিসাবে বিবেচিত হয়, এবং কাফের মুশরিকদের থেকে আলাদা জাতি সত্ত্বা হিসাবে জীবন যাপন করে।

আমার জন্য এমন কিছু কথা লিখুন যা দ্বারা আল্লাহ পাক আমাকে উপকৃত করবেন।

প্রথমে তোমাকে যে বিষয়ে অবহিত করব তাহল আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা নিজ জীবনে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নে মনোযোগী ও যত্নশীল হও। কারণ মানব জীবনের প্রকৃত কল্যাণার্থে যা প্রয়োজন হুজুর (সা) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তা-ই নিয়ে এসেছেন এবং যে সমস্ত আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও জান্নাত হাসিল করা যায় সবই সহী শুদ্ধভাবে উম্মতকে বাতলিয়ে দিয়েছেন। এবং যে সমস্ত অপকর্মের দ্বারা বান্দা আল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়ে ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তার দিকে তরিৎগতিতে ধাবিত হতে থাকে এ সকল গর্হিত কাজ থেকে বারণ ও ভয় দেখিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব মানবের জন্য একমাত্র দিশারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের পর আল্লাহর বিধান পৌছা সম্বন্ধে তাঁর বিরুদ্ধে কারো কোন প্রকার অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না।

আল্লাহ তা'আলা কোরআনে করীমে মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর ভ্রাতৃ সমতুল্য রাসূলগণকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন।

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.

অর্থ ঃ আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী রাসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছে আর ওহী পাঠিয়েছি হযরত ইসমাঈল, হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রতি ----- যাতে করে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ। *(সূরা আন-নিসা, আঃ ১৬৪,১৬৪,১৬৫, পৃঃ ১০৫)*

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন এবং সর্বপ্রথম আদেশ যা মানব জাতিকে দিয়েছেন। তা হল আল্লাহ তা'আলাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসাবে স্বীকার করা যার কোন শরীক নেই এবং তার একমাত্র মনোনীত দ্বীনকে অনুসরণ করা।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

"وربك فكبر" ভাবার্থ ঃ অদ্বিতীয়তায় তোমার প্রভু মহান যার কোন শরীক নেই। এই বিধান নামায, রোযা, ও অন্যান্য ইসলামী হুকুম আহ্কামের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির উপর ফরয করেছেন।

"قم فانذر" ভাবার্থ ঃ হে নবী মানবজাতিকে জিনা, চুরি, সুদ, অত্যাচার ইত্যাদি হারাম ও কবীরা গুনাহ সমূহ থেকে বারণ করার পূর্বে শিরক থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করুন।

এ ইবাদতই আল্লাহ তা'আলার একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্যে ও ইসলামের আসল মাকসাদ যা জ্বিন ও ইনসানের উপর ফরয করেছেন এবং এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআন করীমে ইরশাদ করেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থ ঃ আমার ইবাদত করার জন্য আমি মানব ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি। *(সূরা আয-যারিআত আঃ ৫৬ পৃঃ ৫২৪)*

এবং এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা রাসূল ও নবীগণকে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআন কারীমে ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلًا اَنِ اعْبُدُ وا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ ঃ আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক।

(সূরা নাহল, আঃ ৩৬, পৃঃ ২৭২)

একত্ববাদের কারণে মানবজাতি মুসলিম ও কাফের নামক দুই শিবিরে বিভক্ত হয়। যে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কে এক ও অদ্বিতীয় মেনে এবং কারো সাথে শরীক না করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হবে। সে সৌভাগ্যবান আল্লাহর রহমত ও দয়ায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে হতভাগা শিরক করা অবস্থায় হাজির হবে সে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে, যদিও সে সবার চেয়ে অধিক ইবাদত গুজার হোক না কেন।

"لاالـه الا الـلـه" থেকে এ তাৎপর্যই উপলব্ধি হয় কেননা الـه "ইলাহ" বলা হয় ঐ সত্ত্বাকে যার কাছে পূণ্যের উন্নতির জন্য আশা ব্যক্ত করা হয় এবং অনিষ্টের লাঘব হওয়ার জন্যে ফরিয়াদ করা হয়। এবং তার আযাবের ভয় করা হয় ও তারই উপর ভরসা করা হয়।

টীকা ঃ পুস্তিকাখানা এখানেই সমাপ্ত।

তবে কালিমা لا الـه الا الـلـه এর অর্থ এখান থেকে জানা গেল। কিন্তু محمد رسول الله সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হয় নি।

কালিমা শরীফের দু'টি অংশ মিলেই মূলতঃ পূর্ণ কালিমা অর্থাৎ সব কাজই যেমন শুধু আল্লাহর জন্য হবে তেমনি সাথে প্রিয়নবী (সা.)-এর বাতানো পথ অনুযায়ী হতে হবে। নতুবা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন একটি ট্রেন চলতে তার দুটি লোহার শক্ত পাত দরকার হয় তেমনি কালিমা শরীফের দু'টি অংশের উপর দিয়ে চলেই একজন মুমিন কে পথ পাড়ি দিতে হবে সোজা জান্নাতের দিকে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাওহীদের ইলম হাসেল করার তৌফিক দিন।

সমাপ্ত